গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম
ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৮৪.০২৯.২০২০-৭৮৩ তারিখ: ০১/০৭/২০২০ খ্রি.

বিষয়: এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন অনুদানকৃত এআইএফ-২/এআইএফ-৩/পিও এর বিভিন্ন উপকরনসমূহের ব্যবহারবিধি ও পরিচালনা নির্দেশিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর এআইএফ-২ এবং এআইএফ-৩ এর আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এসব উপ-প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপকরণ/যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। অনুদানকৃত উপকরণাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য উক্ত উপকরণ/যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহারবিধি ও পরিচালনা নির্দেশিকা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, উক্ত উপকরণ/যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহারবিধি ও পরিচালনা নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট সিআইজি/উদ্যোক্তাদের বিতরণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

০১/০৭/২০২০

(এস.এম. মনিরুজ্জামান)
পরিচালক
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ফোন: ০২-৯৫৬১৬৮৫
ইমেইলঃ monidof@gmail.com

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৮৪.০২৯.২০২০-৭৮৩ তারিখ: ০১/০৭/২০২০ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২. প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ, এনএটিপি-২, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ------------------------------------ বিভাগ।
৪. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, --।
৫. সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সকল), পিআইইউ, এনএটিপি- ২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
৬. সহকারী পরিচালক (সকল), পিআইইউ, এনএটিপি- ২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
৭. সহকারী আইসিটি স্পেশালিস্ট, পিআইইউ, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ (পত্রটি সংশ্লিষ্ট সকলের মেইলে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮. জনাব ....।
৯. সংশ্লিষ্ট নথি।

০১/৭/২০২০

(ড. রাজু আহমেদ)
সহকারী পরিচালক

এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন অনুদানকৃত বিভিন্ন উপকরণ/যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহারবিধি ও পরিচালনা নির্দেশিকা

ক. নির্দেশিকার উদ্দেশ্যঃ

অনুদানকৃত উপকরণাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে লভ্যাংশ বণ্টন এবং প্রভাব নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও তথ্যাবলি সংরক্ষণ করা।

খ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রঃ এআইএফ-২ ও এআইএফ-৩ এর আওতাধীন এবং উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও)-কে প্রদত্ত অনুদানকৃত উপকরণ/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

গ. সিআইজি/উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্বলিঃ

১. উপ-প্রকল্পের অনুদানের ব্যয় সংক্রান্ত সকল রেকর্ড-পত্রাদি, কেনাকাটার ভাউচার, উচ্চমূল্যের ক্রয় (টেন্ডার বা স্পট কোটেশন) সংক্রান্ত সকল প্রকার ডকুমেন্ট হিসাব পদ্ধতির স্টান্ডার্ড বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. ক্রয়কৃত উপকরণ সংশ্লিষ্ট সিআইজি/উদ্যোক্তার নিকট হস্তান্তরের পূর্বে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করে নিতে হবে, যা উপজেলা মৎস্য দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে।

৩. উভয় উপ-প্রকল্প (এআইএফ-২ ও ৩) এর আওতায় যেসব উপকরণ/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে তা গ্রুপ/উদ্যোক্তা ব্যতীত হস্তান্তরযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য নয়।

৪. প্রাপ্ত উপকরণাদি/যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সিআইজি এর সকল সদস্যের, বিশেষ করে কার্যনির্বাহী কমিটির, অথবা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার। সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারনামা অনুসারে উপকরণের ব্যবহার যথাযথ করার লক্ষ্যে করণীয় যাবতীয় বিষয়াদি এআইএফ-২/পিও এর ক্ষেত্রে সিআইজির সভায় নির্ধারিত হবে এবং রেজুলেশন আকারে সভার সিদ্ধান্তবলি সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং তা সিআইজি-র সকল সদস্যের অবগত থাকতে হবে।

৫. অনুদানপ্রাপ্ত উপ-প্রকল্পসমূহে নিম্নরূপ ডিজাইন মোতাবেক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। সাইনবোর্ডের আকার হবে ৫ ফুট*৩ ফুট। তবে, যানবাহনের ক্ষেত্রে মূল ডিজাইন অক্ষুণ রেখে আনুপাতিক হারে ছোট আকারে তৈরি করা যাবে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

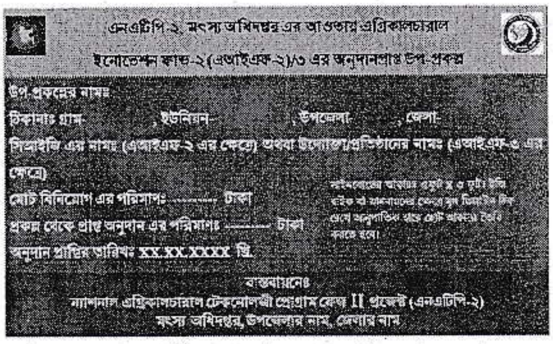

৬. সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় উপকরণর/যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। এ ধরনের সকল পরামর্শ সংশ্লিষ্ট সিআইজি/ উদ্দ্যোক্তা মেনে চলবেন।

৭. সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় এতদুদ্দেশ্যে যেকোন সময় সরেজমিনে উপকরণের উপস্থিতি ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শন করবেন। এ ব্যাপারে সিআইজি কর্তৃপক্ষ/উদ্যোক্তা/পিও সব রকমের সহযোগিতা প্রদান করবেন। কোন অনিয়ম দেখা গেলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় সিআইজি/উদ্যোক্তার/পিও বরাবর কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করবেন এবং সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮. যানবাহন সংক্রান্ত উপকরণের ক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবশ্যিকভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। যানবাহনের ট্যাক্স/টোকেন, ইনসুরেন্স ইত্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। সিআইজি/উদ্যোক্তা যানবাহন পরিচালনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রাইভার, শ্রমিক ইত্যাদি নিয়োগ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার বহন করবেন। গাড়ী চালকের অবশ্যই বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। গাড়ী চালকের নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি (ড্রাইভিং লাইসেন্স, ন্যাশনাল আইডি কার্ড, গাড়ীচালকের নাম, মোবাইল নং, ইত্যাদি) সিআইজি দপ্তর/ উদ্যোক্তার নিকট সংরক্ষণ করতে কবে ও এক কপি উপজেলা মৎস্য অফিসে দাখিল করতে হবে।

৮.১ সিআইজি/উদ্যোক্তা গাড়ীর ব্যবহার ও ভাড়া নির্ধারণ, গাড়ীর নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। এতদসংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার তারাই বহন করবেন।

৮.২ পরিবহন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

৮.৩ প্রকল্প অনুদানে ক্রয়কৃত যানবাহনে মৎস্য, মৎস্য উপকরণ ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি পরিবহণ করতে হবে। এছাড়া অন্য পণ্য বা কোনো প্রকার অবৈধ মালামাল যানবাহনে পরিবহণ করা যাবে না।

৯. হ্যাচারী পরিচালনার বা অন্য সকল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে লাইসেন্স গ্রহণ ও হালনাগাদ করতে হবে।

১০. ফিড মিল বা খাদ্য তৈরির মেশিন সাধারণভাবে সিআইজি/পিও সদস্যগণের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করতে হবে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্স ও খাদ্য তৈরির লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১ মেনে চলতে হবে।

১১. সকল উপকরণের পরিচালনা, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বাবদ বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী এবং একইভাবে যাবতীয় আয় বিবরনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে একটি রেজিষ্ট্রার ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সহায়তা/পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করবেন। নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক সকল সদস্যকে অবহিত করবেন (এআইএফ-২ এর ক্ষেত্রে)/উদ্যোক্তার নিকট সংরক্ষণ করবেন (এআইএফ-৩ এর ক্ষেত্রে) এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরে নিয়মিত প্রেরণ করবেন।

১২. প্রাপ্ত আয় অবশ্যই সিআইজি/উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রাপ্ত আয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

১৩. আয় বণ্টনঃ

এআইএফ-২ এবং এআইএফ-৩ উভয় ক্ষেত্রে সিআইজি নেতৃবৃন্দ/উদ্যোক্তা কোন উপকরণ/যন্ত্রপাতি থেকে প্রাপ্ত আয়সমূহকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত হবে।

(১) উপকরণ/যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য; (২) ভবিষ্যতে যখন বর্তমান উপকরণ/যন্ত্রপাতি ব্যবহার অনুপযোগী হবে তখন মেরামত/নতুন উপকরণ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কিছু টাকা সঞ্চয়ের জন্য; ও (৩) লভ্যাংশ আকারে সকল সিআইজি সদস্যদের মাঝে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বণ্টন করা/উদ্যোক্তা কর্তৃক গ্রহণ করা। প্রাপ্ত লভ্যাংশ দ্বারা সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক অন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

তিনটি ভাগের শতকরা অনুপাতিক হার কত হবে সে ব্যাপারে সিআইজি/উদ্যোক্তা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১৪. প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ

- সিআইজি/উদ্যোক্তা উভয়েই প্রতিমাসে আয়-ব্যয় ও ব্যবহার বিবরণ (কি পরিমান উৎপাদন/পরিবহন হয়েছে, সুফল/উপকরণ ব্যবহারকারী সিআইজি-নন সিআইজির সংখ্যা, ইত্যাদি) সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসে প্রেরণ করবেন। প্রয়োজনে প্রতিবেদন ছকটি প্রণয়নের জন্য উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতা/পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- উপজেলা মৎস্য দপ্তর প্রতি তিন মাসের প্রতিবেদন একত্রিত করে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত পিআইইউ-এ প্রেরণ করবেন।

১৫. উপরে আলোচিত হয়নি এমন সব গুরত্বপুর্ণ বিষয়ে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সহায়তা/পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

০১/০৭/২০২০

(এস.এম. মনিরুজ্জামান)
পরিচালক
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম
ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।